সংবাদ

তারিখ 21 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা ◆ দায়িত্ব পালনে অবহেলা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ শিক্ষককে শোকজ

আতাউর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেষণে থাকা শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দূরত্ব ও বিভক্তি বাড়ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। এ দূরত্ব ও বিভক্তির কারণে বিভাগীয় কাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষকদের বিভক্তির কারণে শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি দুটি বিভাগের ১১ শিক্ষককে শোকজ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেছেন, প্রেষণে থাকা অনেক শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে আশানুরূপ সহযোগিতা করছেন না। অনেক ক্ষেত্রে কয়েক শিক্ষক নানাভাবে অসহযোগিতা করছেন। তবে প্রেষণে থাকা শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তারা যে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন ওই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাচ্ছে। অথচ তাদের প্রেষণের নামে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক হিসেবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করিয়েও পরিচয় দিতে বাধ্য করা হচ্ছে কলেজ শিক্ষক হিসেবে। এটা আমাদের প্রতি বৈষম্য এবং অবিচার। প্রেষণে থাকা শিক্ষকরা জানান, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেও এ পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রেষণে থাকা শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করলেও যে কোন সময়ে তা আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। তবে প্রেষণ না পাওয়া কয়েক শিক্ষকের আন্দোলন প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণী থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের শিক্ষকদের মধ্যে অন্তত ৬ শিক্ষককে প্রেষণ দেয়া হয়নি। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নানাভাবে অসহযোগিতা ও সঙ্কট সৃষ্টিকারী অন্তত ৩০ শিক্ষকের একটি কালো তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এসব শিক্ষকের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্যত্র বদলি করা হতে পারে বলেও জানা গেছে।

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫ এর ৫৬. ৩ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আত্তীকরণ হবেন না। অন্য একটি আইনে শিক্ষকদের অনধিক পাঁচ বছর প্রেষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে থাকা শিক্ষকরা বলছেন, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য কয়েকটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার পরও আগের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি আত্তীকরণ করা হয়েছে। তারা প্রশ্ন রেখে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় এ বৈষম্য কেন? এখন এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক শিক্ষক জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫-এর শিক্ষক সংক্রান্ত কয়েকটি ধারার বিরুদ্ধে আমরা প্রথম থেকেই কথা বলে আসছি। এজন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক স্বার্থসংরক্ষণ কমিটিও করা হয়েছিল। এর নেতৃত্বে থাকা শিক্ষকরা অবসরে চলে গেলে আন্দোলনও ঝিমিয়ে পড়ে। একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গেলে ঢাকার বাইরে নিশ্চিত বদলি হতে হয়। এ পর্যন্ত জোর করে দুই শিক্ষককে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির অনেকেই বদলি থেকে বাঁচার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব, বিভক্তি ও শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান 'সংবাদ'কে বলেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন পালন করছেন না আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। এ ব্যাপারে কয়েক শিক্ষককে শোকজও করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বিষয়ে আইনেই বিস্তারিত বলা আছে। আমরা তো আইনের বাইরে যেতে পারি না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সব শিক্ষকের সার্বিক সহযোগিতা আশা করেন।